28 ডিসেম্বর ২০১০

অর্থ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- **জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯** কার্যকর করা
  - ন্যূনতম ২০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
  - সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য মাসিক শিক্ষা ভাতার প্রবর্তন
  - বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের রেশন প্রাপ্যতায় সমতা আনয়ন
  - বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থাকরণ
- বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং রপ্তানিমুখী খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য **দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজ** ঘোষণা
  - নতুন পণ্য ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত নগদ সহায়তা
  - ক্রাস্ট চামড়া এবং বিকাশমান শিল্প হিসেবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের রপ্তানির ওপর নগদ সহায়তা
  - ক্যাপটিভ জেনারেটরের লাইসেন্স নবায়ন ফি সরকার কর্তৃক প্রদান
  - ২৭০টি রুগ্ন পোশাক শিল্পের ঋণ হিসাব অবসায়ন
- সরকারি অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন,** ২০০৯ কার্যকরকরণ-
  - বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন
  - বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হচ্ছে
- তিনসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোকে (MTBF) **পাঁচসালা কাঠামোতে** রূপান্তর-
  - মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বর্তমানে ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট প্রণীত হচ্ছে
  - ২০১১-১২ অর্থবছর হতে অবশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান MTBF পদ্ধতির আওতায় আসবে
  - ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন
- বাজেটের প্রায় ১৪.৮ শতাংশ সম্পদ **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ও ক্ষমতায়ন** খাতে রবাদ্দ রাখা (জিডিপি'র প্রায় ২.৫ শতাংশ)
  - বিভিন্ন ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৪২.৬৫ লক্ষ জন হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪৯.৫২ লক্ষ জনে উন্নীত
  - বিভিন্ন ভাতা প্রদান খাতে বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৪ হাজার ৮২২ কোটি টাকা হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬ হাজার ৪২ কোটি টাকায় উন্নীত
  - বিদ্যমান বিভিন্ন ভাতার হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে গড়ে ৩৫ শতাংশ এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতার হার ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি
  - **খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ-**

- ওএমএস: ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৬৫.২৫ লক্ষ জন হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৩৮.০ লক্ষ জনে উন্নীত
- ভিজিএফ: ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১১২.২২ লক্ষ জন হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১২২.২২ লক্ষ জনে উন্নীত
- জিআর (খাদ্য): ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৬৪ লক্ষ জন হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৮০ লক্ষ জনে উন্নীত
- কাবিখা: ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩৩.৯০ লক্ষ জনমাস হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৮.১০ লক্ষ জনমাসে উন্নীত
- টিআর (খাদ্য): ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩০.৫০ লক্ষ জনমাস হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৯.০৫ লক্ষ জনমাসে উন্নীত
- ভিজিডি: প্রতিবছর ৮৮.৩৩ লক্ষ জনমাস এ কার্যক্রমের সুফল ভোগ করছে

➢ **কর-রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর** লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ-

⇨ করদাতাদের কর প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রচারণা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণসহ কর ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ

⇨ ভ্যাট ও আয়কর আইন সংশোধনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

⇨ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ

⇨ রাজস্ব সংশ্লিষ্ট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন

⇨ কম আয়ের নতুন করদাতাদের জন্য one-stop সার্ভিসের মাধ্যমে আয়কর নির্ধারণ ও কর পরিশোধের spot assessment পদ্ধতি প্রবর্তন

⇨ Outsourcing প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন করদাতা শনাক্তকরণের জন্য জরিপ কার্যক্রম শুরু

⇨ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণে এবং ভাড়ায় ব্যবহৃত বাস, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহনের নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা

⇨ টিআইএন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য National ID সংশ্লিষ্ট ডাটা-বেইজ এর সাথে ই-সংযোগের মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ

⇨ করদাতারা যাতে তাঁদের আয়করের হিসাব সহজে করতে পারেন এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে tax calculator সফটওয়্যার সংযোজন করা

⇨ ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণ। আগামী অর্থবছর হতে সীমিত আকারে এ পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থাকরণ

⇨ স্বীকৃত ও পরীক্ষিত সামাজিক উদ্যোগে (সামাজিক দায়বদ্ধতা) যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দরাজ হাতে অনুদান দিতে পারে সেজন্য এ অনুদানের ওপর আয়কর রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

⇨ সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য সীমিত সংখ্যক সর্বোচ্চ করদাতাদেরকে 'tax card' প্রদান-

- তাঁদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো, হাসপাতালে বা বিমানে বা যে কোন পাবলিক পরিবহনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রদানসহ ভিআইপি মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ

- ⇨ কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের ওপর হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে কর আরোপ
- ⇨ স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানির উদ্যোক্তা অংশীদার বা পরিচালকদের শেয়ার লেনদেন হতে অর্জিত আয়ের ওপর হ্রাসকৃত ৫ শতাংশ হারে কর আরোপ
- ⇨ প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে করা আরোপ

➢ বাংলাদেশের সিএন্ডএজি কর্তৃক ২০০৬-০৭ অর্থবছরের হিসাবের উপর মোট ১৪টি মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বার্ষিক এবং ৪টি বিশেষ **নিরীক্ষা প্রতিবেদন** পেশ

➢ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলো** নীট মুনাফা ছিল প্রায় ৪ হাজার ৭৯৯ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে সংস্থাগুলো কর্তৃক সরকারকে প্রায় ১২৯ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান

- ⇨ সাময়িক হিসাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরের নীট মুনাফা ৫৫৬ কোটি টাকা

➢ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ কার্যকরকরণ

➢ 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি পুনরায় শুরু করা

➢ ২০১৫ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৯,৪২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে " **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত উন্নয়নে পথনকশা**" জাতীয় সংসদে উপস্থাপন

➢ সরকারি বেসরকারি (পিপিপি) উদ্যোগে বিনিয়োগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে **"সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগে নব-উদ্যম বিনিয়োগ প্রয়াস"** শীর্ষক অবস্থান পত্র জাতীয় সংসদে উপস্থাপন

- ⇨ পিপিপি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দ
- ⇨ বেসরকারি খাতকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে **'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল'** (Bangladesh Infrastructure Finance Fund- BIFF) গঠন এবং এটিকে কোম্পানিতে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ
    - ▪ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে **বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল'** -এর আওতায় ইস্যুকৃত বন্ডে জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের বিধান প্রবর্তন

➢ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক খাতে অধিকতর ভূমিকা পালনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেটেড করা-

- ⇨ দেশে আধুনিক পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো **"অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ"** স্থাপন
- ⇨ **আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্কিং স্থাপনের** জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিসের মধ্যে সংযোগ (Connectivity) স্থাপন
- ⇨ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ গ্রহীতাদের বিষয়ে তথ্যাদি সংরক্ষণ কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের **ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর অনলাইন সেবা** প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ

➢ ব্যাংকিং খাতের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক স্তরে উন্নীত করা এবং মূলধন সংরক্ষণ আরো ঝুঁকি-সহনশীল ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্যাসেল-১ এর সাথে **ব্যাসেল-২** তথা ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ

- স্বীকৃত মাধ্যমে **রেমিট্যান্স** প্রেরণ উৎসাতিকরণ ও দ্রুত তা' প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কতিপয় এনজিওকে সম্পৃক্তকরণ, মোবাইল ফোন ও পোষ্টাল সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি
- কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীতে ঋণ প্রদান ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ব্যাংকসমূহের ২০০৯ ও ২০১০ সালে **অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি**-
  - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকা হতে ১,৫০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
  - রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) -এর অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা হতে ৭৫০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
  - কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা হতে ৭০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৪০ কোটি টাকা হতে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
  - আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক -এর পরিশোধিত মূলধন ৩০ কোটি টাকা হতে ৫০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- ব্যাংক ও আর্থিক খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যাংক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১০ সালে **ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ** প্রতিষ্ঠা
- প্রবাসীদের কল্যাণে একটি পৃথক **'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ সুবিধা প্রদানসহ নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্পঋণ সংস্থা -কে একীভূত করে **'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল)'** নামে একটি পৃথক বিশেষায়িত ব্যাংক সৃষ্টি
- বীমা আইন- ২০১০ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন- ২০১০ অনুমোদন এবং 'শস্যবীমা' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ
- সহজ উপায়ে কৃষিঋণ এবং সরকারি ভর্তুকির অর্থ পেতে ন্যূনতম ১০ টাকা জমার মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা প্রবর্তন
- **পুঁজিবাজারের প্রসার ও স্থিতিশীলতার** লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ-
  - পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে Capital Market Institute -এর কার্যক্রম চালু
  - জনতা, অগ্রণী ও সোনালী ব্যাংককে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ প্রদান (যথাক্রমে ১৭.২.২০০৯, ২৩.৩.২০১০ এবং ২৩.৩.২০১০ তারিখে)
  - তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজ ০১.১০.২০১০ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার আওতায় আনয়ন এবং ০১.০৩.২০১০ তারিখ থেকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির প্রবর্তন/কার্যকর
  - তালিকাভূক্ত বিভিন্ন **রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোড** করা-
    - রূপালী ব্যাংক লিঃ -এর ৩০,৬৮,৭৫০টি শেয়ার আইসিবি'র মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অফলোড কার্যক্রম শুরু
    - আরো ৯টি কোম্পানির অতিরিক্ত শেয়ার অফলোড করার নির্দেশনা জারি
  - বাংলাদেশের **পুঁজিবাজারে** ৩১.১২.২০০৮ তারিখে **বিনিয়োগকারীর সংখ্যা** ছিল ১১,০৬,১৩৬ (পুরুষ-৪ ২৭,৫৪৮ জন, মহিলা-২,৭৪,৩৩৯ জন ও প্রতিষ্ঠান ৪,২৪৯টি) যা ৩১.১০.২০১০ তারিখে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,৮২,৩৯৪ (পুরুষ-২২,৬৭,৬২৩ জন, মহিলা-৮,০৬,৮১২ জন ও প্রতিষ্ঠান ৭,৯৫৯টি)

- ⇨ ৩১.০১.২০০৮ তারিখে ডিএসই -এর মোট বাজার মূলধন ছিল ৭৮,২৬০ কোটি টাকা যা ০১.১১.২০১০ তারিখে বেড়ে ৩,৩৭,৮৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়
- ⇨ ডিএসই -এর সাধারণ মূল্য সূচক ৩১.০১.২০০৮ তারিখে ছিল ২৯০৭.১৭ যা ০১.১১.২০১০ তারিখে বেড়ে ৭,৯৪৭.৭৯ -তে দাঁড়ায়

➢ **বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট** -এর ক্ষেত্রে অর্জন-

- ⇨ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ৪৪টি চুক্তির (২৩টি অনুদান ও ২১টি ঋণ) আওতায় প্রায় ১৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকার কমিটমেন্ট পাওয়া যায়। এর বিপরীতে ডিসবার্সমেন্ট হয় প্রায় ১২ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা
- ⇨ ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ৬৯টি চুক্তির (৪৮টি অনুদান ও ২১টি ঋণ) আওতায় প্রায় ২০ হাজার ৪১৮ কোটি টাকার কমিটমেন্ট পাওয়া যায়। এর বিপরীতে ডিসবার্সমেন্ট হয় প্রায় ১৫ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা
- ⇨ ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ১৪ হাজার ১৩৩ কোটি টাকা বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্ট -এর বিপরীতে নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ডিসবার্সমেন্ট হয় প্রায় ৪ হাজার ৪৯ কোটি টাকা

➢ আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী দু'টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৯ সালের স্বতন্ত্র মূল্যায়নে বাংলাদেশের সন্তোষজনক **সার্বভৌম ঋণমান (Soverign Credit Rating) অর্জন-**

- ⇨ Standard & Poors (S&P): BB-
- ⇨ Moody's:Ba3

➢ ঢাকায় গত ১৮-২০ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে High Level Asia-Pacific Policy Dialogue on the Brussels Programme of Action for the LDC শীর্ষক **আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠান**

- ⇨ এ সম্মেলনে ১৫টি স্বল্পোন্নত দেশ ও ৭টি উন্নত দেশসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আঞ্চলিক সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন
- ⇨ ঐকমত্যের ভিত্তিতে "Dhaka Outcome Document" গৃহীত হয় যা মে ২০১০ -এ দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এসকাপ অধিবেশনে অনুমোদিত হয়

➢ বাংলাদেশ সরকার ও এদেশে কর্মরত ১৮টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার মধ্যে ০২ জুন ২০১০ তারিখে **Joint Cooperation Strategy (JCS) স্বাক্ষরিত**

- ⇨ প্যারিস ঘোষণা ২০০৫ ও আক্রা এজেন্ডা ফর এ্যাকশন ২০০৮ -এর আলোকে উন্নয়ন সহযোগীগণ বাংলাদেশ সরকারের নীতি, কৌশল ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে

➢ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে **ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ-**

- ⇨ প্রশিক্ষণ/ঋণ বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ৭৯.২৬ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ৪ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা বিতরণ যার ৯২ শতাংশ মহিলা
- ⇨ অতিরিক্ত প্রায় ৪৪০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টি

➢ **এসএমই কার্যক্রমকে নারী-বান্ধব** করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা জারী-

- ⇨ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে ৯৪৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৭৪.৫১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান

➢ ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রায় ১১ হাজার ১১৭ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ

➢ ২০০১-১১ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ-

- ⇨ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ২ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ